বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

ডাক অধিদপ্তরের আওতাধীন Post e-Centre for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

রিপোর্ট নম্বর-০১/২০২২

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

ডাক অধিদপ্তরের আওতাধীন Post e-Centre for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

রিপোর্ট নম্বর-০১/২০২২

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

সন: ২০১৭-২০১৮

প্রথম খন্ড

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

অর্থবছর: ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৬-২০১৭

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	মুখবন্ধ	১
২	**Abbreviations**	২
৩	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৫
৪	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৬
৫	প্রথম অধ্যায়ঃ	-
৬	ফাইন্ডিংসসমূহের সারসংক্ষেপ	৮
৭	ভূমিকা	৯
৮	নিরীক্ষার পটভূমি	১০
৯	প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলী	১০
১০	নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য	১১
১১	নিরীক্ষার আওতা	১১
১২	নিরীক্ষার ইস্যু, উদ্দেশ্য এবং ক্রাইটেরিয়া	১১
১৩	নিরীক্ষার পদ্ধতি	১১
১৪	সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ	১২
১৫	নিরীক্ষার সুপারিশ	১২
১৬	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ফাইন্ডিংসসমূহ	১৪-৩০
১৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩০
১৮	দ্বিতীয় খন্ড (পরিশিষ্টসমূহ)	৩১-৩৮
১৯	তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রমাণকসমূহ	৩৯-৪১

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর এর Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর পারফরমেন্স নিরীক্ষা প্রতিবেদন ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই পারফরমেন্স নিরীক্ষায় প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত ক্রয়ের উপযোগিতা মূল্যায়ন, প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত মনিটরিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন, প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৪। এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৩টি ইস্যুতে বর্ণিত ফাইন্ডিংসসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এই নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ০২/১১/১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫/০২/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ।

Abbreviations

E-agriculture	Electronic agriculture
E-commerce	Electronic commerce
E-governance	Electronic governance
E-health	Electronic health
ICT	Information & Communication Technology
IT	Information Technology
ISSAI	International Standards of Supreme Audit Institutions
M-commerce	Mobile-commerce

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

১) প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন একটি সেবাধর্মী সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশব্যাপী সুবিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান বহুমুখী মৌলিক ডাক সেবা এবং আর্থিক ও তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদানের জন্য নিবেদিত। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগই একমাত্র সরকারি ডাক সেবা প্রদানকারী সংস্থা। শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের জনগণের জন্য দ্রুততার সাথে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী ডাক সেবা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ।

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের ঘোষণা করে। এ উদ্দেশ্যে সরকার একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ কর্মপরিকল্পনায় পল্লী জনগণের দ্বারপ্রান্তে ডিজিটাল সুবিধাসমূহ পৌঁছে দেয়া এবং তাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পোস্ট অফিসসমূহকে ডিজিটাল পোস্ট অফিসে রূপান্তরের মাধ্যমে ডাক বিভাগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্রোতধারায় যুক্ত হয়ে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে ডিজিটাল সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা পৌঁছে দেয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্প চালু করা হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ৮০০০ অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস এবং ৫০০ উপজেলা ও সাব পোস্ট অফিস (সমগ্র বাংলাদেশ) এর মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের জনগণের মধ্যকার ডিজিটাল পার্থক্য দূরীভূত করে তাদেরকে আধুনিক আইসিটি ভিত্তিক টেকনোলজি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বর্তমান কর্মকাণ্ডে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করা। প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১২ খ্রি. হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত ছিল যা পরবর্তীতে ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

২) প্রকল্পের বাজেট ও অর্থায়নের উৎস:

প্রতিষ্ঠানের বাজেট:

প্রকল্পের মোট অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ : ৫৪০,৯৪,২৪ লক্ষ টাকা।

প্রকৃত খরচ : ৩৮০,৬৪,৯৬ লক্ষ টাকা।

অর্থায়নের উৎস:

(ক) স্পনসরিং মন্ত্রণালয়: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
(খ) নির্বাহী সংস্থা: বাংলাদেশ ডাক বিভাগ।

৩) প্রকল্পের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর মাধ্যমে Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত জনবল নিয়োজিত ছিল।

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী পদের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী জনবলের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	ডাক বিভাগের একজন কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।
০২	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১	১	ডাক বিভাগের একজন কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উপ-প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।
০৩	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	৫	৫	ডাক বিভাগের পাঁচজন কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে সহকারী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।
	মোট=	৭	৭	

৪) নিরীক্ষার উদ্দেশ্য:

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প সারপত্রে (ডিপিপি) যে সকল উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করার কথা ছিল তা যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই ও বিশ্লেষণ করে দেখা। এক্ষেত্রে নিরীক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্যের আলোকে নিম্ন বর্ণিত ইস্যুসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছিল:

১. প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

২. প্রকল্প উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত ক্রয়সমূহের উপযোগিতা মূল্যায়ন করা।

৩. প্রকল্প উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত মনিটরিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা।

৫) নমুনায়ন পদ্ধতি/কৌশল:

- নিরীক্ষার শুরুতে মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্রিফিং বা এন্ট্রি মিটিং এর মতামতসমূহকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।
- প্রকল্প অফিস থেকে প্রাসঙ্গিক রেকর্ড এবং নথি সংগ্রহ করা হয়েছে।
- প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ISSAI-300 ফিল্ড ষ্ট্যান্ডার্ড এর সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এ নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ে ই-সেন্টার পরিদর্শন এবং উদ্যোক্তা ও সেবাগ্রহীতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে এ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
- ই-সেন্টারের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে জানতে ই-সেন্টারসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

৬) নিরীক্ষা পরিকল্পনায় চিহ্নিত উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফাইন্ডিংসসমূহ:

- নিরীক্ষিত ৯০০টি পোস্ট ই-সেন্টারের মধ্যে ১৯৮টি সেন্টার চালু করা হয়নি। যার শতকরা হার ২২%। সেন্টারসমূহ আদৌ চালু করা হয়নি অথবা উদ্যোক্তা নিয়োগের পর পরই উদ্যোক্তা সেন্টার ছেড়ে চলে যায়। এই সকল সেন্টারসমূহে প্রাপ্ত উপকরণসমূহের কার্যকারিতা নাই।
- অধিকাংশ সেন্টারে নামমাত্র উদ্যোক্তা আছে। কিন্তু সেন্টারের কোন কার্যক্রম নাই।
- বেশ কিছু সেন্টারে উদ্যোক্তা আছে কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা প্রদানের কোন কার্যক্রম নাই। সেখানে শুধু ফটোকপি এবং প্রিন্ট এর কাজ করা হয়।
- নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তার আইটি বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ উদ্যোক্তারই আইটি বিষয়ে জ্ঞান পর্যাপ্ত নয়।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বর্ণিত সেবাসমূহ বাস্তবে এ সকল ই-সেন্টার হতে প্রদান করা সম্ভব কিনা তার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি।
- উদ্যোক্তা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত। যার মূল ব্যবসা ঔষধের দোকান, হার্ডওয়ারের দোকান, মোবাইল সার্ভিসিং দোকান, ষ্টেশনারি দোকান, কীটনাশক এর ডিলার, নাম ফলকের দোকান। ফলে তারা মূল ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকে; ই-সেন্টারের কাজে সময় দিতে পারে না।
- নিয়মিত মনিটরিং না করা বা দুর্বল মনিটরিং।
- ফটো প্রিন্টারে স্ক্যানিং এর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আলাদা স্ক্যানার ক্রয়।
- ল্যাপটপে ক্যামেরা বিল্ট ইন থাকা সত্ত্বেও ৮৫০০ ওয়েভ ক্যাম ক্রয়।
- Built-in Hard Disc থাকা সত্ত্বেও ৫০০ External Hard Disc ক্রয়।
- স্থানীয় পর্যায়ে ই-সেন্টার পরিচালনা কমিটি গঠন করে মাসে অন্তত একটি সভার আয়োজন করে ই-সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- ডিপিএমজি পর্যায়ে প্রতি তিন মাস অন্তর একটি সভা করার কথা থাকলেও কোন সভা করা হয়নি এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।
- সার্কেল পর্যায়ে প্রতি ছয় মাস অন্তর একটি সভার আয়োজন করে সকল ই-সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়নি।
- পিএমজি, ডিপিএমজি, উপজেলা পোস্ট মাস্টারের মনিটরিং এর জন্য আলাদা প্যানেল নাই।
- স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত মনিটরিং এর উল্লেখযোগ্য ঘাটতি।

৭) নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতাঃ

সারা দেশব্যাপী ৮৫০০টি পোস্ট অফিসকে পোস্ট ই-সেন্টার এর আওতায় আনা হয়েছে। এসব সেন্টারসমূহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে অবস্থিত। ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তরের সীমিত জনবল দ্বারা সবগুলি সেন্টার পরিদর্শন করা সম্ভব নয়। প্রথমে একটি টিম দ্বারা ১৫০টি সেন্টার পরিদর্শন করা হয়; যা মোট সেন্টারের ১.৭৬%। তাই পরবর্তীতে আরও ১২টি টিম গঠন করে ৭৫০টি সেন্টার পরিদর্শন করা হয়। মোট ৯০০টি ই-সেন্টার পরিদর্শন করা হয়; যা মোট ই-সেন্টারের ১০.৫৯%। জনবলের স্বল্পতার কারণে সবগুলো ই-সেন্টার পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

৮) নিরীক্ষা সংক্রান্ত সময়সূচীঃ

নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়	: ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ১৯-১০-২০১৭ খ্রি.
নিরীক্ষা সময়	: ২৭-১২-২০১৭ খ্রি. হতে ১৬-০৫-২০১৮ খ্রি.
অডিট পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	: ১০-১২-২০১৯ খ্রি.
তাগিদপত্র ইস্যুর তারিখ	: ২৯-০৭-২০১৯ খ্রি.
মন্ত্রণালয় কর্তৃক জবাব প্রেরণের তারিখ	: ০১-০৯-২০২০ খ্রি.
জবাবের আলোকে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ	: ০৪-১১-২০২০ খ্রি.

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ক্রয় প্রক্রিয়া ও মনিটরিং কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এই পারফরমেন্স নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরিদর্শনকালে বেশ কিছু অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ প্রতিপালনে ব্যর্থতা ও মনিটরিং এর দূর্বলতার কারণে ফাইন্ডিংসসমূহ উত্থাপিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৩টি ইস্যুর অধীনে ১১টি ফাইন্ডিংস উত্থাপিত হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত দূর্বলতার কারণে ফাইন্ডিংসসমূহ চিহ্নিত হয়েছে-

- ১৯৮টি ই-সেন্টার চালু না করায় যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা;
- অপ্রয়োজনীয় ডিভাইস ক্রয়;
- ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ই-সেন্টারসমূহে না পাওয়া;
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থতা এবং
- প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে ব্যর্থতাসমূহ চিহ্নিত করা এবং উক্ত ব্যর্থতা ও দূর্বলতা দূরীকরণে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

(ফাইন্ডিংসসমূহের সারসংক্ষেপ)

১. ফাইন্ডিংসসমূহের সারসংক্ষেপঃ

ফাইন্ডিংস নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
ইস্যু-১ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত ক্রয়ের উপযোগিতা মূল্যায়ন করা।		
১.১	প্রকল্পের আওতায় Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের পোস্ট ই-সেন্টারসমূহের জন্য অপ্রয়োজনীয় ডিভাইস ক্রয়ের মাধ্যমে ৭,৮১,৫০,২১৪ টাকা অপচয়।	২৩-২৪
১.২	১৯৮টি ই-সেন্টার চালু না করায় যন্ত্রপাতিসমূহ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।	২৫-২৬
১.৩	ই-সেন্টারের জন্য ক্রয়কৃত আসবাবপত্র না পাওয়ায় সরকারি অর্থের অপচয়।	২৭
ইস্যু-২ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।		
২.১	পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করার জন্য অধিকাংশ সেন্টারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	২৮-২৯
২.২	পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর কার্যক্রম প্রসারিত করতে ই-সেন্টারসমূহ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।	৩০-৩১
২.৩	প্রকল্পের আওতায় পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে।	৩২
২.৪	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন প্রকার ভাতা বিতরণে ই-সেন্টার সমূহ ব্যর্থ।	৩৩-৩৪
২.৫	IT based উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে ই সেন্টারসমূহ অবদান রাখতে পারেনি।	৩৫
২.৬	পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রেমিটেন্স সেবা পৌছানোর ক্ষেত্রে ই-সেন্টার সমূহ সক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ।	৩৬
২.৭	Post e-Center সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করা।	৩৭
ইস্যু-৩ঃ প্রকল্পের মনিটরিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা।		
৩.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	৩৮

২. ভূমিকাঃ

বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের ঘোষণা করেন। এ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সরকার একটি কেন্দ্রীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে যার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা হবে। এ কর্মপরিকল্পনায় পল্লী জনগণের দ্বারপ্রান্তে ডিজিটাল সুবিধাসমূহ পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সরকারের এ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ডাক বিভাগও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। যদিও ডাক বিভাগ প্রযুক্তিগত কোন সেবা প্রদান করে না তথাপি ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ডাক বিভাগ তাদের বিস্তৃত ভৌত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রযুক্তিগত সেবাসমূহ জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে। পোস্ট অফিসসমূহকে ডিজিটাল পোস্ট অফিসে রূপান্তরের মাধ্যমে ডাক বিভাগও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্রোতধারায় যুক্ত হয়ে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে ডিজিটাল সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ/পল্লী জনগোষ্ঠীর জন্য Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় যার মাধ্যমে ৮০০০ অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস এবং ৫০০ উপজেলা ও সাব-পোস্ট অফিসকে ই-সেন্টারে রূপান্তর করা হবে, সার্বিকভাবে যেগুলো ব্যবসা উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং যার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের 'ভিশন ২০২১' লক্ষ্য অর্জিত হবে। তাই এ প্রকল্পটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক (Milestone) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম ও শহরের জনগণের মধ্যকার ডিজিটাল পার্থক্য দূরীভূত করে তাদেরকে আধুনিক ICT ভিত্তিক টেকনোলজি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বর্তমান কর্মকান্ডে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করা।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২০ এবং ভিশন ২০২১ এর বাস্তবায়ন শীর্ষক পরিকল্পনায় ICT ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পোস্টাল সেবার নিম্নলিখিত মান উন্নয়ন লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

- অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পোস্টাল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য (Harmony) আনয়ন করা।
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের প্রতিক্রিয়াশীল (Responsive) পণ্য ও সেবা নিশ্চিত করা।
- সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে পোস্টাল সেবার প্রসারণ ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীভূত করা এবং গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা (Rural Isolation) দূরীভূত করা।
- সমগ্র দেশের পোস্ট অফিসসমূহকে উন্নয়ন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যাতে করে সেগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তথ্য, প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে পারে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০১৫ সালের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ এবং ২০২০ সালের মধ্যে শতভাগ টেলিসেন্টার/কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন করা।

৩. নিরীক্ষার পটভূমি:

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পত্র নং-সিএজি/রি-২/স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান(২০১৭-২০১৮)/৫৫০/৬৯৫ তাং-১৭-০৭-২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন "পল্লী জনগোষ্ঠীর জন্য Post e-Center for Rural Community" শীর্ষক প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করে নিরীক্ষাযোগ্যতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সিএজি কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর "পল্লী জনগোষ্ঠীর জন্য Post e-Center for Rural Community" শীর্ষক প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে নিরীক্ষা বৎসরে প্রায় সমাপ্ত এবং সদ্য সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পের সময়কাল, বাজেট বরাদ্দ, ভৌগোলিক অবস্থান, তথ্য ও প্রমাণকের প্রাপ্যতা এবং নিরীক্ষা যোগ্যতা ইত্যাদির পর্যালোচনায় এই প্রকল্পটিকে নিরীক্ষার আওতাভুক্ত করা হয়।

পারফরমেন্স নিরীক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, পল্লী জনগোষ্ঠীর জন্য Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া ও মনিটরিং কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর উপর আলোকপাত করা অর্থাৎ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে প্রকল্পের অর্জন মূল্যায়ন করা, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থতার কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং ব্যর্থতার কারণসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। পারফরমেন্স অডিটের জন্য নিম্নলিখিত ইস্যুসমূহ নির্ধারণ করা হয়:

১. প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত ক্রয়সমূহের উপযোগিতা মূল্যায়ন করা।

২. প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত মনিটরিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা।

৪. প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলী:

প্রকল্পের সময়কাল	: জানুয়ারি ২০১২ খ্রি. হতে ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি.।
বর্ধিত সময়কাল	: ৩০ জুন ২০১৭ খ্রি.।
মোট বরাদ্দ	: ৫৪০,৯৪.২৪ লক্ষ টাকা।
প্রাপ্ত বরাদ্দ	: ৫৪০,৯৪.২৪ লক্ষ টাকা।
প্রকৃত খরচ	: ৩৮০,৬৪.৯৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. পল্লী জনগোষ্ঠীকে ইন্টারনেট ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক সুবিধা দেওয়া।

২. বিদেশ হতে গ্রাম পর্যায়ে রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা করা (হুন্ডি ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করা) ।

৩. ওয়েব ক্যামেরার সাহায্যে বিদেশে বসবাসরত আত্মীয়-স্বজনের সাথে গ্রামীণ জনগণের কথোপকথনের ব্যবস্থা করা।

৪. মোবাইল ফোনের সাহায্যে গ্রামীণ জনগণকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথোপকথনের ব্যবস্থা করা।

৫. গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টারনেটের সাহায্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

৬. কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে গ্রামীণ জনগণকে তথ্যাদি প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

৭. গ্রামীণ ডাকঘরকে ডিজিটালাইজড করা।

৮. গ্রামীণ ডাকঘরকে তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা।

৯. গ্রামীণ ডাকঘরকে ডিজিটাল ফটো স্টুডিও হিসাবে গড়ে তোলা।

১০. E-governance, E-commerce, E-education, E-health, E-agriculture ইত্যাদি সুবিধা ব্যবহার করে গ্রামীণ জনগণকে Information Communication Technology (ICT) সেবা প্রাপ্তির সুযোগ করে দেওয়া।

১১. কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করা।

১২. কলেজগামী, বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের জন্য অন-লাইনে আবেদনপত্র দাখিলের সুযোগ করে দেওয়া।

১৩. চাকুরি প্রার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ করে দেওয়া।

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিতরণযোগ্য ভাতাসমূহ আরও নির্ভরযোগ্যভাবে এবং দ্রুততার সাথে বিতরণ করা। এভাবে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

১৫. E-commerce ও M-commerce বুথ স্থাপন এবং প্রত্যেক পোস্ট অফিসে লজিস্টিক মেইল ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপন করা।

১৬. ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং মোবাইল ব্যাংকিং, রেমিটেন্স সেবা গ্রামীণ জনগণের জন্য সহজলভ্য করে তোলা।

১৭. অভ্যন্তরীণ এবং আন্তজার্তিক কমার্শিয়াল পোস্টাল সার্ভিসের সূচনা করা।

১৮. পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক এবং পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর কর্মকান্ডকে প্রসারিত করা।

১৯. বিজনেস মেইল, অ্যাড মেইল, লজিস্টিক মেইল এবং হাইব্রিড মেইল সার্ভিসের সূচনা করা।

২০. IT Based পল্লী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

২১. কমিউনিটি উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

২২. ব্যাংক সুবিধাহীন জনগণের জন্য ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স সুবিধা নিশ্চিত করা।

৫. নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য:

এই নিরীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা। পল্লী জনগোষ্ঠীর জন্য Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর উপর আলোকপাত করা অর্থাৎ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে প্রকল্পের অর্জন মূল্যায়ন করা, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থতার কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং ব্যর্থতার কারণসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৬. নিরীক্ষার আওতা:

প্রকল্পের আওতায় ৮০০০ অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস এবং ৫০০ উপজেলা ও সাব-পোস্ট অফিসকে ই-সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে কিনা, সার্বিকভাবে যেগুলো ব্যবসা উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং যার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের 'ভিশন ২০২১' লক্ষ্য অর্জিত হবে, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পোস্টাল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য (Harmony) আনয়ন করা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের প্রতিক্রিয়াশীল (Responsive) পণ্য ও সেবা নিশ্চিত করা, সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে পোস্টাল সেবার প্রসারণ ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীভূত করা এবং গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা (Rural Isolation) দূরীভূত করা, সমগ্র দেশের পোস্ট অফিসসমূহকে উন্নয়ন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যাতে করে সেগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তথ্য, প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে পারে, ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০১৫ সালের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ এবং ২০২০ সালের মধ্যে শতভাগ টেলিসেন্টার/কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন করা। নিরীক্ষায় প্রকল্প বাস্তবায়নে উপরোক্ত বিষয়সমূহকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

৭. নিরীক্ষা ইস্যু, উদ্দেশ্য এবং ক্রাইটেরিয়া :

মূলত ৩টি ইস্যুর আওতায় নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. প্রকল্প উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত ক্রয়সমূহের উপযোগিতা মূল্যায়ন করা।

২. প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

৩. প্রকল্প উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত মনিটরিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা।

প্রতিটি ইস্যুর বিপরীতে নিরীক্ষার উদ্দেশ্য এবং ক্রাইটেরিয়া সুনির্দিষ্ট করে নিরীক্ষা কাজ পরিচালিত হয়েছে।

৮. নিরীক্ষার পদ্ধতি:

ISSAI-300 ফিল্ড স্ট্যান্ডার্ড এর সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এ নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ই-সেন্টার পরিদর্শন এবং উদ্যোক্তা ও সেবা গ্রহীতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে এ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। ই-সেন্টারের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে জানতে ই-সেন্টারসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

৯. সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ:

১। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের পারফরমেন্স নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্প প্রণয়নে উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সেবা নিশ্চিতের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৮৫০০টি পোস্ট অফিসে পোস্ট ই-সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ৫৪০,৯৪,২৪,০০০ (পাঁচশত চল্লিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দ হতে ৩৮০,৬৪,৯৬,০০০ (তিনশত আশি কোটি চৌষট্টি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ফটোপ্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম, হেডফোন, ওয়েব ক্যাম, সোলার সিস্টেম, POS মেশিন, ফিঙ্গারভেইন মেশিন ইত্যাদি ক্রয় করে প্রতিটি ই-সেন্টারে সরবরাহ করার কথা থাকলেও ৮৫০০টি পোস্ট ই-সেন্টারের মধ্যে ৯০০ টি সেন্টার সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়নি। শুধু প্রকল্প অনুমোদনের জন্য এ সকল সেবাসমূহ ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের অর্থের অপচয় করা হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী কার্যক্রমের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বর্ণিত সেবাসমূহ এ সকল ই-সেন্টার হতে প্রদান করা যাবে কিনা অর্থাৎ সক্ষমতা আছে কিনা তা বাস্তব যাচাই না করেই প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। তাছাড়া, নির্ধারিত সেবাসমূহ প্রদানের প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

২। উদ্যোক্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে তরুণ, সৃষ্টিশীল, কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন, প্রকৃত আগ্রহীদের উদ্যোক্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

৩। জোরদার মনিটরিং ব্যবস্থার উপর প্রকল্পের সফলতা ও ফলপ্রসূতা নির্ভর করে। এখানে জোরদার মনিটরিং ব্যবস্থা অনুপস্থিত। দুর্বল মনিটরিং এর কারণে প্রকল্প তার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

৪। প্রচারেই প্রসার। তাই একটি নতুন সেবা চালু করতে হলে প্রথমে সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। জনগণের মধ্যে সেবা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। সেজন্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে। পোস্ট-ই-সেন্টারে সেবা সম্পর্কে গ্রামীণ জনগণ অবগত নয়। গ্রামীণ জনগণকে ই-সেন্টারের সেবা সম্পর্কে অবগত করানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়নি।

৫। ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসসমূহ নষ্ট হলে উপজেলা পর্যায়ে মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে তাদেরকে ডিভাইসসমূহ ঢাকায় প্রেরণ করতে হয়। এতে সময় ও অর্থ উভয়েরই অপচয় হয়।

৬। পোস্ট অফিসের স্থান সংকট বিদ্যমান। ই-সেন্টারসমূহ পোস্ট অফিসের পরিবর্তে বিভিন্ন ভাড়া করা স্থানে পরিচালনা করা হচ্ছে।

৭। ই-সেন্টারের মালামালসমূহ নিরাপত্তা বিধান করার জন্য জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়নি।

৮। ডাকবিভাগ কর্তৃক ই-সেন্টারসমূহের সেবার মূল্য তালিকা জারি করা হয়নি। ফলে একই সেবার মূল্য ভিন্ন ভিন্ন সেন্টারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে।

৯। আয় রেজিস্টার প্রতিপালন করা হয় না। ফলে ই-সেন্টারসমূহে কি ধরণের সেবা প্রদান করা হয় তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, সেন্টারটি আদৌ চলছে কিনা সেটাও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

১০. নিরীক্ষার সুপারিশ:

১। উদ্যোক্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে তরুণ, সৃষ্টিশীল, কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন, প্রকৃত আগ্রহীদের উদ্যোক্তা নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

২। মনিটরিং এর উপর প্রকল্পের সফলতা ও ফলপ্রসূতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে, সার্কেল পর্যায়ে, ডিপিএমজি পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। পোস্ট অফিস পরিদর্শকগণ প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ই-সেন্টারসমূহ পরিদর্শন করে ডিপিএমজি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন। ডিপিএমজি প্রতি তিন মাস অন্তর একবার সভা আহবান করে পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং ত্রুটিসমূহ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। প্রয়োজনে ডিপিএমজি মাসে ২/১টি সেন্টার পরিদর্শন করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩। একটি নতুন সেবা চালু করতে হলে প্রথমে সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। সেবার গুণগতমান জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। জনগণের মধ্যে সেবা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। সেজন্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে। যাতে করে পোস্ট ই-সেন্টারের সেবা সম্পর্কে গ্রামীণ জনগণ অবগত হতে পারে এবং তাদের মধ্যে সেবা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৪। ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসসমূহ নষ্ট হলে উপজেলা পর্যায়ে মেরামতের কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে তাদেরকে ডিভাইসসমূহ মেরামতের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করতে হয়। এতে সময় ও অর্থ উভয়ের অপচয় হয়। কাজেই উপজেলা পর্যায়ে ডিভাইসসমূহ মেরামতের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে উদ্যোক্তাগণ পল্লী জনগণকে প্রকল্পের উল্লিখিত সেবাসমূহ প্রদান করতে পারে এবং পল্লী জনগণ সহজেই সেবাসমূহ পেতে পারে।

৬। পোস্ট অফিসের স্থান সংকট বিদ্যমান। ই-সেন্টারসমূহ বিভিন্ন ভাড়া করা ঘরে চালানো হচ্ছে। পোস্ট অফিসের স্থান সংকট নিরসন করত যথাসম্ভব নিজস্ব স্থাপনায় ই-সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৭। ই-সেন্টারের মালামালসমূহ নিরাপত্তা বিধান করার জন্য জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮। ডাকবিভাগ কর্তৃক ই-সেন্টারসমূহের সেবা মূল্য তালিকা জারি করতে হবে।

৯। পোস্ট ই-সেন্টারের একটি নিজস্ব ইন্টার-অ্যাকটিভ ওয়েবসাইট প্রস্তুত করতে হবে।

১০। জরুরিভিত্তিতে ই-সেন্টারসমূহে সকল সেবা চালু করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ফাইন্ডিংসসমূহ)

৩টি ইস্যুর আওতায় পরিচালিত এই নিরীক্ষার অডিট ফাইন্ডিংস নিম্নরূপ:

ইস্যু-১: প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত ক্রয়ের উপযোগিতা মূল্যায়ন করা।

ফাইন্ডিংস-১.১: প্রকল্পের আওতায় Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের পোস্ট ই-সেন্টারসমূহের জন্য অপ্রয়োজনীয় ডিভাইস ক্রয়ের মাধ্যমে ৭,৮১,৫০,২১৪.০০ (সাত কোটি একাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত চৌদ্দ) টাকা অপচয়।

বিবরণ:

১.১.১ পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সেবা নিশ্চিতের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৮,৫০০টি পোস্ট অফিসের পোস্ট ই-সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ফটোপ্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম হেডফোন, ওয়েব ক্যাম, সোলার সিস্টেম, POS মেশিন, ফিঙ্গারভেইন মেশিন ইত্যাদি ক্রয় করে প্রতিটি ই-সেন্টারে সরবরাহ করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে প্রায় প্রতিটি সেন্টারে দুইটি প্রিন্টারের মধ্যে একটি ব্যবহৃত হচ্ছে অন্যটি ব্যবহৃত না হওয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেননা ই-সেন্টারের প্রচার না থাকায় ছবি/কালার প্রিন্টার সেবার সম্পর্কে জনগণ অবহিত নয়। অন্যদিকে ল্যাপটপে ক্যামেরা বিল্ট ইন থাকা সত্ত্বেও ৮,৫০০ ওয়েব ক্যাম ক্রয় করা হয়েছে যার কোন ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে ওয়েব ক্যাম ক্রয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না এবং যেহেতু ফটো প্রিন্টারের সাহায্যে স্ক্যান করা যায় সেহেতু আলাদাভাবে স্ক্যানার ক্রয়ের প্রয়োজন ছিলনা। ওয়েব ক্যাম এবং স্ক্যানারসমূহ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে।

১.১.২ ৫০০টি External Hard Disc ক্রয় করা হয়েছে যা ক্রয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, কেননা Built-in Hard Disc এ ডাটা রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে এবং যা সেন্টারসমূহের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। গুণগত মানসম্পন্ন না হওয়ার কারণে প্রায় প্রত্যেক সেন্টারে ২/১ টি ল্যাপটপ নষ্ট এবং সোলারসমূহ Install করার বছর খানেকের মধ্যেই নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ফলে সরকারের ৭,৮১,৫০,২১৪ টাকা অপচয় হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ক (১-৩)]।

চিত্র: অপ্রয়োজনীয় ডিভাইসসমূহ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ
প্রকল্পের আওতায় সাশ্রয়ী মূল্যে মাল্টিফাংশন ফটো প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে যাতে সাদা কালো/কালার প্রিন্টিং, স্ক্যানিং এবং ফটোকপি করার অপশন রয়েছে। ডিপিপিতে স্ক্যানারের সংস্থান রয়েছে বিধায় স্ক্যানার ক্রয় করা হয়েছে। প্রতিটি ই-সেন্টারে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। ল্যাপটপের Built in ক্যামেরার রেজুলেশন কম থাকায় ছবি ভালো দেখা যায় না। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় ভাতা বিতরণের সময় ভাতাভোগীদের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশনের সময় ছবি তোলা কাজে উক্ত ওয়েব ক্যাম ব্যবহার করা হচ্ছে। ডাটা সংরক্ষণের প্রয়োজনে External Hard Disc ক্রয় করা হয়েছে। Built in Hard Disk এ ডাটা সংরক্ষণ করলে কম্পিউটার ক্রাশ হলে ডাটা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোন অপ্রয়োজনীয় ডিভাইস ক্রয় করা হয়নি। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়কৃত সকল ডিভাইস পোস্ট ই-সেন্টারে ব্যবহার করা হচ্ছে। Time Bound Work Plan তৈরি করেই ই-সেন্টার সমূহ স্থাপন ও যন্ত্রপাতি হস্তান্তর করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সরকারের ১৬০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ
ফটোপ্রিন্টারে স্ক্যানিং এর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আলাদা স্ক্যানার ক্রয় যুক্তিযুক্ত হয়নি। তাছাড়া, ওয়েব ক্যাম ব্যবহারই করা হয়নি। নিরীক্ষাকালীন সরেজমিনে যাচাইকালে External Hard Disc ব্যবহারের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ডিভাইসসমূহ সবই বাক্সবন্দি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে বলা হলেও নিরীক্ষাকালীন সময়ে বাস্তব যাচাইয়ে তা পরিলক্ষিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ
১. ল্যাপটপে ক্যামেরা বিল্ট ইন থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় ওয়েব ক্যাম ক্রয় ও তা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
২. অপ্রয়োজনীয় প্রিন্টার ক্রয় এবং তা ব্যবহার না হওয়ার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
৩. অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত ডিভাইসসমূহের বিষয়ে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

ফাইন্ডিংস-১.২: ১৯৮টি ই-সেন্টার চালু না করায় যন্ত্রপাতিসমূহ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

বিবরণঃ

১.২.১ পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সেবা নিশ্চিতের জন্য Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮,৫০০টি পোস্ট অফিসে পোস্ট ই সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ফটোপ্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম হেডফোন, ওয়েব ক্যাম, সোলার সিস্টেম, POS মেশিন, ফিঙ্গারভেইন মেশিন ইত্যাদি ক্রয় করে প্রতিটি ই-সেন্টারে সরবরাহ করা হয়। জনগণ এ সকল ই-সেন্টার হতে কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছে কিনা তার উপর একটি পারফরমেন্স নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। উক্ত পারফরমেন্স নিরীক্ষার আওতায় ২৭-১২-২০১৭ খ্রি. হতে ১৬-০৫-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে ৮,৫০০টি সেন্টারের মধ্যে ৯০০টি ই-সেন্টার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় ১৮০টি সেন্টার চালুই করা হয়নি, যার শতকরা হার ২০%। উক্ত সেন্টারসমূহে উদ্যোক্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। ফলে যন্ত্রপাতিসমূহ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলে সময়ের সাথে উক্ত যন্ত্রপাতিসমূহ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে [বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ খ]।

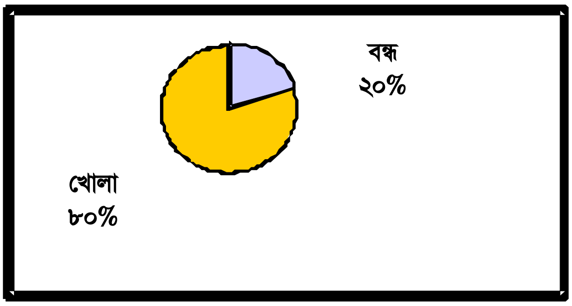

চিত্রঃ ই-সেন্টারসমূহের সার্বিক অবস্থা।

চিত্রঃ অব্যবহৃত ই-সেন্টার (দেউতি, পীরগাছা, রংপুর)।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

উদ্যোক্তা না থাকার কারণে প্রথমদিকে যথাসময়ে ই-সেন্টার চালু করা যায়নি। বর্তমানে যে সকল ই-সেন্টার বন্ধ ছিল সে সকল ই-সেন্টারে উদ্যোক্তা নিয়োগ দিয়ে চালু করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী কম্পিউটার পরিচালনা ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাসহ শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতী যিনি উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী যুবক/যুবতীদের উদ্যোক্তা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

ই-সেন্টারসমূহ চালু না করায় উক্ত যন্ত্রপাতিসমূহ তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে এবং একইসাথে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যহত হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

১. সেন্টারসমূহ জরুরি ভিত্তিতে চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২. যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা নিয়োগ প্রদান করা আবশ্যক।

৩. সেন্টারসমূহ চালু না করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

ফাইন্ডিংস-১.৩: ই-সেন্টারের জন্য ক্রয়কৃত আসবাবপত্র না পাওয়ায় সরকারি অর্থের অপচয়।

বিবরণ:

১.৩.১ পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সেবা নিশ্চিতের জন্য Post-e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮,৫০০টি পোস্ট অফিসে পোস্ট ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়। আসবাবপত্র বাবদ আরডিপিপিতে বরাদ্দ ১৯,৫৬,২৫,০০০ টাকা এবং ব্যয় করা হয় ১৮,৮৩,৮৫,৭৩৬ টাকা। উক্ত সেন্টারসমূহের জন্য ৮,৪৫০টি কম্পিউটার টেবিল, ৮,৪৫০টি কম্পিউটার চেয়ার এবং ১৬,৯০০টি ভিজিটরস চেয়ার ক্রয় করা হয়। ৮,৫০০টি সেন্টারে মধ্যে ৯০০টি ই-সেন্টার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ৯০০টি সেন্টারের মধ্যে ৬২৮টি সেন্টারে আসবাবপত্র পাওয়া যায়নি। যার শতকরা হার ৭০%। ক্রয়কৃত সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: গ]।

চিত্র: ই-সেন্টারসমূহের আসবাবপত্রের সার্বিক অবস্থা

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফার্নিচার বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে ক্রয় করা হয়েছে। প্রতিটি পোস্ট ই-সেন্টারে একটি কম্পিউটার টেবিল, একটি কম্পিউটার চেয়ার ও দুইটি ভিজিটরস চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক ফার্নিচার পর্যায়ক্রমে তৈরি করে সকল বিভাগীয় অফিসে সরবরাহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

প্রতিটি ই-সেন্টারে চেয়ার টেবিল সরবরাহ করার কথা বলা হলেও নিরীক্ষাকালীন সময়ে সরেজমিনে যাচাইকালে ৯০০টি সেন্টারের মধ্যে ৬৩০টি সেন্টারে কোন চেয়ার টেবিল পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ ই-সেন্টারসমূহে জরুরিভিত্তিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- ক্রয়কৃত আসবাবপত্র সরবরাহ না করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

ইস্যু-২: প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

ফাইন্ডিংস-২.১: পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করার জন্য অধিকাংশ সেন্টারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

বিবরণ:

২.১.১ পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সেবা নিশ্চিতের জন্য Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৮,৫০০টি সেন্টারে বিভিন্ন ধরনের আইটি সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। যথা ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ফটোপ্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম, হেডফোন, ওয়েব ক্যাম ইত্যাদি। প্রকল্পের আওতায় পল্লী জনগোষ্ঠী বাস্তবে ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে যাচাইকালে যে সকল অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ:

- নিরীক্ষিত ৯০০টি সেন্টারের মধ্যে ১৮০টি সেন্টার চালু করা হয়নি। সেন্টারসমূহ চালু না করার বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা অডিটের কাছে প্রদান করা হয়নি।
- অধিকাংশ চালুকৃত সেন্টারে নাম মাত্র উদ্যোক্তা আছে, কিন্তু সেন্টারে কোন কার্যক্রম সুচারুরূপে চালু আছে কিনা সে ব্যাপারে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবাদান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ছিল-শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ, কৃষিক্ষেত্রে অনলাইনে কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত তথ্যাবলী জানাতে সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, ওয়েবক্যামের মাধ্যমে প্রবাসী স্বজনদের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। কিন্তু উল্লিখিত সেবাদানের কোন কার্যকর পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।
- নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত ৮,৫০০টি ই-সেন্টারের জন্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের নিমিত্তে সর্বমোট ৮,৫০০টি টেলিটক মডেম ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু তা ব্যবহার না হওয়ায় উল্লিখিত ইন্টারনেটে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়নি।
- ই-সেন্টারসমূহ হতে ইন্টারনেট সেবা প্রদান কার্যক্রমসমূহ পল্লী জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- বেশ কিছু সেন্টারে উদ্যোক্তা আছে কিন্তু উদ্যোক্তার আইটি বিষয়ে অনভিজ্ঞতার কারণে এবং নেটওয়ার্ক কাভারেজের অভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা প্রদানের কোন কার্যক্রম নাই। সেখানে শুধু ফটোকপি এবং প্রিন্ট আউট এর কাজ করা হয়।

২.১.২ ইন্টারনেট সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মডেমসমূহ ব্যবহার করা হয়নি। উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত। যাদের মূল ব্যবসা ঔষধের দোকান, হার্ডওয়্যারের দোকান, মোবাইল সার্ভিসিং দোকান, স্টেশনারী দোকান, কীটনাশক এর ডিলার, নাম ফলকের দোকান ইত্যাদি। ফলে তারা মূল ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ই-সেন্টারের কাজে সময় দিতে পারে না। উদ্যোক্তা নিয়োগের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। আইটি বিষয়ে অদক্ষ উদ্যোক্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়াও, নিয়মিত মনিটরিং না করার কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যর্থ হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

গ্রাম পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা না পাওয়ার কারণে প্রথম দিকে কিছু কিছু পোস্ট ই-সেন্টার চালু করা সম্ভব হয়নি। উদ্যোক্তা অন্যত্র চাকরি পাওয়ার কারণে যে সকল সেন্টারে উদ্যোক্তা চলে গিয়েছে সে সকল সেন্টারে নতুন উদ্যোক্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি ই-সেন্টারের জন্য একটি সাইনবোর্ড তৈরি করা হয়েছে যাতে ই-সেন্টার হতে যে সকল সার্ভিস প্রদান করা হয় তার তালিকা রয়েছে। তাছাড়া, প্রচার ও প্রচারণার জন্য লিফলেট, প্রচারপত্র, ব্যানার তৈরি করে বিলি করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে উপজেলা পর্যায়ে প্রতি বছর ডিজিটাল ইনোভেশন মেলায় পোস্ট ই-সেন্টারের বিভিন্ন সেবার বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। আরো প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

গ্রাম পর্যায়ে আইটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং আইটি বিষয়ক উচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তি পোস্ট ই-সেন্টারের উদ্যোক্তা হিসাবে পাওয়া যায় না। বাস্তবতার আলোকেই ই-সেন্টারে উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়েছে। কিছু কিছু পোস্ট ই-সেন্টারে আয় কম হয় বলে উদ্যোক্তা জীবিকা নির্বাহের জন্য পোস্ট ই-সেন্টার পরিচালনার পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসা পরিচালনা করছে। এতে ই-সেন্টারের কার্যক্রমের কোন ব্যঘাত ঘটছে না। নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। প্রতিটি

পোস্ট ই-সেন্টার সংশ্লিষ্ট ইউনিটের পরিদর্শকগণ পরিদর্শন করেন এবং পোস্ট ই-সেন্টার একটি পরিদর্শন আইটেম হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। তাছাড়া, ইউনিট প্রধান নিয়মিত মনিটরিং করছেন। মহাপরিচালক মহোদয় এ বিষয়ে পরিপত্র জারী করেছেন। পোস্ট ই-সেন্টারগুলো মনিটরিং এর জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এবং মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

উদ্যোক্তাগণ যে সকল সেন্টারসমূহ ছেড়ে চলে গেছে সে সকল সেন্টারসমূহে নতুন করে উদ্যোক্তা নিয়োগ করার কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। জবাবে প্রচার ও প্রচারণার জন্য লিফলেট, প্রচারপত্র, ব্যানার তৈরি করে বিলি করার কথা বলা হলেও নিরীক্ষাকালীন সময়ে সরেজমিনে যাচাইকালে এসব কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া, ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়াতে কোন প্রচার প্রচারনা করা হয় নি। জবাবে পোস্ট ই-সেন্টারগুলো মনিটরিং এর জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এবং মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে বলা হলেও এর কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয় নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সেবা নিশ্চিতের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

১. মডেম ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বাজার দর নিশ্চিত করা আবশ্যক।
২. নেটওয়ার্ক কাভারেজ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উদ্যোক্তা নির্বাচন করা আবশ্যক।
৩. পল্লী জনগোষ্ঠী এবং শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদানে অনলাইন তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ফাইন্ডিংস-২.২: পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর কার্যক্রম প্রসারিত করতে ই-সেন্টারসমূহ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিবরণ:

২.২.১ Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর কর্মকাণ্ডকে প্রসারিত করা। যার মাধ্যমে পল্লী এলাকার জনগণের সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি এবং পেনশন বীমা পলিসি গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে ৯০০টি ই-সেন্টার নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর কোন কার্যক্রম উল্লেখিত ই-সেন্টারসমূহে সম্পন্ন হয় না। প্রকল্পের আওতায় এ সকল কর্মকান্ডকে গতিশীল করার জন্য কোন ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। জনসাধারণের মধ্যে যথাযথভাবে প্রচার প্রচারণা করা হয়নি। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি।

চিত্র: পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর কোন কার্যক্রম ই-সেন্টারে সম্পন্ন হয় না

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং এবং পোষ্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স চালুর জন্য সকল জেলার পোস্ট ই-সেন্টারের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পোস্ট ই-সেন্টারের উদ্যোক্তা ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ও পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। পোস্টাল সেভিংস ব্যাংকিং সফটওয়্যার এবং পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি সফটওয়্যার ডেভেলপ করার বিষয়টি অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত নেই বিধায় সফট্ওয়্যার ডেভেলপ করা সম্ভব হয়নি। এতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অসুবিধা হয়নি। ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত করছে।

প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে পোস্ট ই-সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রচার করা হচ্ছে। প্রকল্প হতে প্রতিটি পোস্ট ই-সেন্টারের একটি করে সাইনবোর্ড তৈরি করা হয়েছে এবং প্রচারপত্র বিলির জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, এলাকা ভিত্তিক ডিজিটাল মেলাতে পোস্ট ই-সেন্টারের কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

৮,৫০০টি ই-সেন্টারের মধ্যে ৯০০টি ই-সেন্টার সরেজমিনে যাচাইকালে কোন ই-সেন্টারেই পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় নি। ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়াতে এ ধরনের কোন প্রচার প্রচারনা করা হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করা প্রয়োজনঃ

১. প্রতিটি ই-সেন্টারে পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর কার্যক্রম বিস্তৃতকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২. ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় জনসাধারণের মধ্যে ই-সেন্টারের কার্যক্রম সর্ম্পকিত প্রচার কার্যক্রম চালানো আবশ্যক।

৩. ম্যানুয়াল ব্যাংকিং এবং ইন্স্যুরেন্স কার্যক্রম এর স্থলে সফটওয়্যার ভিত্তিক অন-লাইন কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

ফাইন্ডিংস-২.৩ঃ প্রকল্পের আওতায় পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানে ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা।

বিবরণঃ

২.৩.১ Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলের পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করা। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে বাস্তব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানের কোন কার্যক্রম ই-সেন্টারসমূহে সম্পন্ন হয় না এবং প্রকল্পের আওতায় এ সব কর্মকান্ডকে গতিশীল করার জন্য অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে ই-সেন্টারসমূহকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে চালু করা হয়েছে সে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

২.৩.২ প্রকল্প কর্তৃক মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। পোস্ট ই-সেন্টারসমূহকে এক একটি লেনদেন কেন্দ্র হিসাবে পরিণত করার জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। পোস্টাল ক্যাশ কার্ড এবং ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিসকে পোস্ট ই-সেন্টারের (ডিজিটাল সেন্টার) সম্পৃক্তকরণের কোন ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ৯০০টি ই-সেন্টার পরিদর্শনকালে এতদসংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' চালুর মাধ্যম সকল পোস্ট ই-সেন্টারে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করা হচ্ছে। 'নগদ' এর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ সেবাটি সকল ই-সেন্টারে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পোস্ট ই-সেন্টারের সকল উদ্যোক্তা 'নগদ' সার্ভিস এর উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

নিরীক্ষাকালীন সময়ে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর কোন কার্যক্রম আরম্ভ হয়নি এবং এই কার্যক্রমের প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে প্রতিটি ই-সেন্টারে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

২. ই-সেন্টারসমূহকে জনগণের মোবাইল ব্যাংকিং কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩. ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

ফাইন্ডিংস-২.৪: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন প্রকার ভাতা বিতরণে ই-সেন্টারসমূহ ব্যর্থ হয়েছে।

বিবরণ:

২.৪.১ Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিতরণযোগ্য ভাতাসমূহ (বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা) আরও নির্ভরযোগ্যভাবে এবং দ্রুততার সাথে বিতরণ করা। এভাবে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। সে লক্ষ্যে ৮,৫০০টি ই-সেন্টারের জন্য ১৭,০০০টি POS মেশিন এবং ১০,০০০ টি Finger Vain মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য, জনগণের কাছে ভাতা বিতরণ সেবা সহজলভ্য করে তোলা। পল্লী জনগোষ্ঠী তাদের বাড়ির নিকটে পোস্ট অফিস হতে এ ভাতা গ্রহণ করতে পারবে। ৮,৫০০টি সেন্টারের মধ্যে ৮৩৪টি সেন্টার সরেজমিনে পরিদর্শন করে মাত্র ১ (এক) টি সেন্টারে এ কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায় তা হলো বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার কচুবুনিয়া পোস্ট ই-সেন্টার। অধিকাংশ সেন্টারে এ সমস্ত ডিভাইস সরবরাহ করা হয়নি। আবার যেসব সেন্টারে POS মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে সেখানেও ডিভাইসসমূহ বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে পোস্ট ই-সেন্টারসমূহ কোন অবদান রাখতে পারেনি।

চিত্র: বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকা ডিভাইসসমূহ

২.৪.২ ভাতা বিতরণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে গণহারে সেন্টার নির্বাচন করা হয়েছে। POS মেশিন এবং Finger Vain মেশিন পরিচালনা করার মত দক্ষ উদ্যোক্তা নাই। দেশব্যাপী সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর আওতায় ই-সেন্টারের মাধ্যমে এসব ভাতা বিতরণের বিষয়ে উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ জুলাই, ২০১৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট ই-সেন্টার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল "৮৫০০ পোস্ট অফিসকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করতে হবে এবং এ সকল ই-সেন্টারের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় প্রদেয় ভাতাসমূহ পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে"।

উক্ত নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে POS মেশিন এবং Finger Vain মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়। সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী POS মেশিন এবং Finger Vain মেশিন ক্রয় করা হয়। উক্ত মেশিনদ্বয়ের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণের কার্যক্রম পোস্ট ই-সেন্টার হতে শুরু করা হয়।

POS মেশিন এবং Finger Vain মেশিন পরিচালনার পূর্বে সকল উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান কর হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নাধীন "Income Support Program for the Poorest" (ISPP)-যত্ন" প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী এই ৭টি জেলার ৪৩টি উপজেলার ৪৪৩টি ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের উপকারভোগী হচ্ছে অতিদরিদ্র পরিবারের অন্তঃসত্ত্বা নারী, ০-৫ বছরের কম বয়সী শিশু ও তাঁদের মা। এই প্রকল্পের সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬,০০,০০০ (ছয় লাখ) উক্ত ভাতা পোস্টাল ক্যাশ কার্ড ও ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর মাধ্যমে পোস্ট ই-সেন্টার হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে POS মেশিন এবং Finger Vain মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল POS মেশিন এবং Finger Vain মেশিন ভাতা বিতরণ কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় প্রদত্ত ভাতা পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ জুলাই, ২০১৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করে ৮,৫০০টি পোস্ট অফিসকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করত এ সকল ই-সেন্টারের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় প্রদেয় ভাতাসমূহ পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা থাকলেও জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি. হতে মে, ২০১৮ খ্রি.তারিখ পর্যন্ত ৮৩৪টি ই-সেন্টার পরিদর্শন করে মাত্র ১টি সেন্টারে উল্লিখিত সেবার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

১. POS মেশিন এবং Finger Vain মেশিন ব্যবহারের জন্য সক্ষমতা নিরুপণের আগেই মেশিনসমূহ ক্রয় করে সরকারের বিপুল অর্থ অপচয়ের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ হওয়া আবশ্যক।

২. ক্রয়কৃত Finger Vain মেশিন যথা সময়ে সরবরাহ না করার বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

ফাইন্ডিংস-২.৫: IT based উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে ই-সেন্টারসমূহ অবদান রাখতে পারেনি।

বিবরণ:

২.৫.১ পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সেবা নিশ্চিতের জন্য Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকারের পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ডাক বিভাগও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম ও শহরের মধ্যকার ডিজিটাল পার্থক্য দূরীভূত করে তাদেরকে আধুনিক ICT ভিত্তিক টেকনোলজি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য IT based উদ্যোক্তা তৈরি করা পোস্ট ই-সেন্টারের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু উদ্যোক্তাগণ প্রশিক্ষিত না হওয়ার কারণে পোস্ট ই-সেন্টারসমূহ ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

২.৫.২ ৯০০টি সেন্টারের মধ্যে ১৯৮টি সেন্টারে কোন উদ্যোক্তা পাওয়া যায়নি। অন্য যেসব সেন্টারে উদ্যোক্তা আছে তার মধ্যে বেশির ভাগ সেন্টারে শুধু কম্পোজ, প্রিন্ট এবং ফটোকপি করা হয়। কম্পিউটার পরিচালনা এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন বেকার উদ্যোমী যুবসমাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। অধিকাংশ উদ্যোক্তাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি এবং অধিকাংশ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ পায়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

অডিট টিম পরিদর্শনের সময় যে সকল পোস্ট ই-সেন্টারে উদ্যোক্তা পাওয়া যায়নি সে সকল ই-সেন্টারে পর্যায়ক্রমে উদ্যোক্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। সেবাগ্রহীতার চাহিদার উপর ভিত্তি করে পোস্ট ই-সেন্টার হতে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সকল ই-সেন্টার হতেই ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

পোস্ট ই-সেন্টারগুলোতে একজন পুরুষ ও একজন নারী উদ্যোক্তা কাজ করছে। পোস্ট ই-সেন্টার হতে ছাত্র/ছাত্রী কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কৃতকার্য ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রম অধ্যক্ষ, পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। ইউনিট কর্মকর্তা কর্তৃক উদ্যোক্তা নির্বাচনের পর উদ্যোক্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

যে সকল পোস্ট ই-সেন্টারে উদ্যোক্তা পাওয়া যায়নি সে সকল ই-সেন্টারে পর্যায়ক্রমে উদ্যোক্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলা হলেও এর কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। নিরীক্ষাকালীন সময়ে ই-সেন্টার হতে ডিজিটাল সেবা প্রদানের কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সেবা নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা প্রয়োজন:

১. নির্বাচিত উদ্যোক্তাগণের প্রয়োজনীয় আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান আবশ্যক।

২. শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের মধ্য হতে উদ্যোক্তা নির্বাচনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

ফাইন্ডিংস-২.৬ঃ পল্লী জনগোষ্ঠীয় মধ্যে রেমিটেন্স সেবা পৌছানোর ক্ষেত্রে ই-সেন্টার সমূহ সক্ষমতা অর্জন করতে ব্যর্থ।

বিবরণঃ

২.৬.১ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবিকার তাগিদে বহু লোক উন্নত দেশে গমন করে। সেখানে তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে অর্থ উপাজর্ন করেন এবং অর্জিত অর্থ তারা পরিবার পরিজনের কাছে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রেরণ করেন। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীন পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি প্রকল্পের আওতায় এ সকল পোস্ট ই-সেন্টারসমূহ হতে এ সকল রেমিটেন্স প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেয়া (হুন্ডি ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করা) এ প্রকল্পের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ৯০০টি সেন্টার সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, এ সমস্ত ই-সেন্টার হতে রেমিটেন্স সেবা প্রাপ্তির কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয়নি। পোস্ট ই-সেন্টার প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের কথা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন নেই। ফলে পল্লী জনগণ কাঙ্খিত সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং প্রকল্পের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি।

২.৬.২ সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, এ বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি এবং রেমিটেন্স আহরণের কোন লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়নি। এছাড়াও, জনসাধারণের মধ্যে যথাযথভাবে ই-সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

রেমিটেন্স সেবা প্রদানের জন্য সরকারের কিছু নীতিমালা রয়েছে। এ সেবাটি চালু করার জন্য উদ্যোক্তাদের নিজস্ব বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং এর উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বর্তমানে রেমিটেন্স প্রদানের কাজ শুরু হচ্ছে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' চালুর মাধ্যমে সকল পোস্ট ই-সেন্টারে রেমিটেন্স সেবা চালু করা হচ্ছে। 'নগদ' এর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ সেবাটি সকল ই-সেন্টারে চালু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

নিরীক্ষাকালীন সরেজমিনে যাচাইকালে রেমিটেন্স সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া, জবাবের সাথেও এ সেবা প্রদানের কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

১. ই-সেন্টার হতে প্রবাসীদের রেমিটেন্স না পাওয়ায় পল্লী জনগণ কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্ত হয়নি। এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।

২. প্রবাসীদের রেমিটেন্স প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা না থাকায় এ বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ আবশ্যক।

ফাইন্ডিংস-২.৭: Post e-Center সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করা।

বিবরণ:

২.৭.১ পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, ইউটিলিটি বিল, পোস্টাল মানি অর্ডার, লাইফ ইন্স্যুরেন্স, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি সেবাসমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে "Post e-Center for Rural Community" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে পারফরমেন্স নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, এ সকল সেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম এসব ই-সেন্টারে সম্পন্ন হয় না। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সটি চলমান একটি কার্যক্রম। কিন্তু সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়া, প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ উদ্যোক্তার অভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স কার্যক্রমটি স্থবির হয়ে পড়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ই-সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

২.৭.২ যোগ্য এবং উদ্যমী উদ্যোক্তা নির্বাচিত করা হয়নি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব এবং উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। পোস্ট ই-সেন্টারের কোন ওয়েবসাইট না থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ যেমন পরীক্ষার রুটিন, সিলেবাস, কোর্সে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ইত্যাদি তথ্যসমূহ আপলোড করা সম্ভব হয় না। সময়মত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। সময়মত প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদনের পর পরীক্ষার সনদপত্র বিতরণ করা হয় না।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব:

পোস্ট ই-সেন্টারের গাইডলাইন অনুযায়ী পোস্ট ই-সেন্টারের উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়েছে। পোস্ট ই-সেন্টার হতে সকল ছাত্র-ছাত্রীর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী হতে একজন প্রতিনিধি পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন। ইতোমধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রকল্পের আওতায় একটি Question Bank Software তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে পরীক্ষাগ্রহণের পূর্বে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কার্যক্রম পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী কর্তৃক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগীয় অফিসের সকল ই-সেন্টারের কৃতকার্য প্রশীক্ষণার্থীর একসাথে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহীর একজন প্রতিনিধি পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন। পরীক্ষায় শুধুমাত্র কৃতকার্য ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে অধ্যক্ষ, পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র বিতরণ করা হয়। পোস্ট ই-সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়মিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও সার্টিফিকেট বিতরণের কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

পোস্ট ই-সেন্টারের কোন ওয়েবসাইট না থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ যেমন পরীক্ষার রুটিন, সিলেবাস, কোর্সে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ইত্যাদি তথ্যসমূহ আপলোড করা সম্ভব হয় না।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যোগ্য এবং উদ্যমী উদ্যোক্তা নির্বাচন করা আবশ্যক।
২. পোস্ট ই-সেন্টারের জন্য ওয়েবসাইট খুলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ যেমন পরীক্ষার সময়, সিলেবাস, কোর্সে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ইত্যাদি তথ্যসমূহ আপলোড করা আবশ্যক।
৩. পল্লী জনগোষ্ঠীর অনলাইনে সাধারণ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ইস্যু-৩: প্রকল্পের মনিটরিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা।
ফাইন্ডিংস-৩.১: প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বিবরণ:
৩.১.১ পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং, পোস্টাল মানি অর্ডার, লাইফ ইন্স্যুরেন্স, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি সেবাসমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা মূল্যায়নের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই মনিটরিং ব্যবস্থার উপর প্রকল্পের সফলতা ও ফলপ্রসূতা নির্ভর করে। প্রকল্পের ই-সেন্টার পরিচালন নীতিমালায় চার স্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা থাকার কথা বলা রয়েছে। প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর অভাবে ই-সেন্টারসমূহ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। নিরীক্ষিত ৯০০টি সেন্টার এর মধ্যে ১৮০টি সেন্টার বন্ধ আছে। যে সকল ই-সেন্টার চালু আছে সে সেন্টারসমূহে ফটোকপি ছাড়া আর কোন কাজ হয়না। অর্থাৎ পল্লী জনগণ ইন্টারনেট সেবা হতে বঞ্চিত। গ্রামীণ ডাকঘরসমূহকে ডিজিটাল সেন্টারে রূপান্তরের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ঘ] ।

৩.১.২ স্থানীয় পর্যায়ে ই-সেন্টার পরিচালনা কমিটি গঠন করে মাসে অন্তত একটি সভার আয়োজন করে ই-সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক কোন পদক্ষেপ এবং জনগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। নীতিমালা অনুযায়ী ডিপিএমজি এবং সার্কেল পর্যায়ে যথাক্রমে প্রতি তিন মাস ও ৬ মাস অন্তর একটি সভা করার কথা থাকলেও কোন সভা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। পিএমজি, ডিপিএমজি, উপজেলা পোস্ট মাস্টারগণের মনিটরিং এর জন্য আলাদা প্যানেল নাই। মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত মনিটরিং এর বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:
পোস্ট ই-সেন্টারের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক পরিপত্র জারি করা হয়েছে। যার আলোকে বিভিন্ন ইউনিটের ডিপিএমজি ও পরিদর্শক এর মাধ্যমে পোস্ট ই-সেন্টারের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। নিরীক্ষার সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বন্ধ সেন্টারসমূহ পর্যায়ক্রমে চালু করা হয়েছে। সকল মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উদ্যোক্তাগণের প্রোফাইল, ই-মেইল আইডি সহ সকল তথ্য ইউনিট অফিসে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:
বিভিন্ন ইউনিটের ডিপিএমজি ও পরিদর্শক এর মাধ্যমে পোস্ট ই-সেন্টারের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে বলা হলেও মনিটরিং সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষার সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। বন্ধ সেন্টারসমূহ চালু করার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। সকল মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:
১. স্থানীয় পর্যায়ে ই-সেন্টার পরিচালনা কমিটি গঠন করে মাসে অন্তত একটি সভার আয়োজন করে ই সেন্টারে কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং জনগণের মধ্যে সেবা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক।
২. ডিপিএমজি পর্যায়ে প্রতি তিন মাস এবং সার্কেল পর্যায়ে প্রতি ছয় মাস অন্তর একটি সভা করে ই-সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক।
৩. মহাপরিচালক পর্যায়ে সভার আয়োজন করে সকল ই-সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা আবশ্যক।
৪. কেন্দ্রীয়ভাবে ই-সেন্টারের কর্মকাণ্ড মনিটরিং করা আবশ্যক।

তারিখ: ১৬-১০-১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৩০-০১-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর
হিসাব ভবন, ৩য় তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৪৮৩১৬০৯৯।

মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন
মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

দ্বিতীয় খন্ড

(পরিশিষ্টসমূহ)

অডিট ফাইন্ডিংসসমূহের সারসংক্ষেপ

পরিশিষ্টসমূহ

ফাইন্ডিংস নং	শিরোনাম	পরিশিষ্ট নং	পৃষ্ঠা নং
ইস্যু-১: প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত ক্রয়ের উপযোগিতা মূল্যায়ন করা।			
১.১	প্রকল্পের আওতায় Post e-Center for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের পোস্ট ই-সেন্টারস মূহের জন্য অপ্রয়োজনীয় ডিভাইস ক্রয়ের মাধ্যমে ৭,৮১,৫০,২১৪ টাকা অপচয়।	ক	৪৩
১.২	১৯৮টি ই সেন্টার চালু না করায় যন্ত্রপাতিসমূহ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।	খ	৪৪-৪৬
১.৩	ই-সেন্টারের জন্য ক্রয়কৃত আসবাবপত্র না পাওয়ায় সরকারি অর্থের অপচয়।	গ	৪৭
ইস্যু-২: প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।			
২.১	পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করার জন্য অধিকাংশ সেন্টারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	-	-
২.২	পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর কার্যক্রম প্রসারিত করতে ই-সেন্টারসমূহ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।	-	-
২.৩	প্রকল্পের আওতায় পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে।	-	-
২.৪	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন প্রকার ভাতা বিতরণে ই-সেন্টারসমূহ ব্যর্থ।	-	-
২.৫	IT based উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে ই-সেন্টারসমূহ অবদান রাখতে পারেনি।	-	-
২.৬	পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রেমিটেন্স সেবা পৌছানোর ক্ষেত্রে ই-সেন্টারসমূহ সক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ।	-	-
২.৭	Post e-Center সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করা।	-	-
ইস্যু-৩: প্রকল্পের মনিটরিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা।			
৩.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	ঘ	৪৮

ফাইন্ডিংস-১.১
পরিশিষ্ট: ক

অপ্রয়োজনীয় ডিভাইস ক্রয় সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	**ডিভাইসের নাম**	**সংখ্যা**	**মূল্য**
ক	খ	গ	ঘ
১।	স্ক্যানার	৮৫০০টি	৪,৪৪,৯১,১০৪
২।	ওয়েব ক্যাম	৮৫০০টি	২,৭৯,২৯,১১০
৩।	এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ	৮৫০০টি	৫৭,৩০,০০০
		মোট=	**৭,৮১,৫০,২১৪**

কথায়: সাত কোটি একাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত চৌদ্দ টাকা।

ফাইন্ডিংস-১.২
পরিশিষ্ট: খ

বন্ধ সেন্টারের তালিকা:

ক্রমিক নং	জোন	নিরীক্ষিত সেন্টার	বন্ধ সেন্টার	জেলা	উপজেলা	বন্ধ সেন্টারের নাম
১.	১ম পর্যায় (সারাদেশ)	১৪৯	২৯	মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখান	রাজানগর
				গাজীপুর	কাপাসিয়া	খিরাটি
				চুয়াডাঙ্গা	জীবন নগর	চন্দ্রাবাস
				খুলনা	দৌলতপুর	শিরোমনি
				পটুয়াখালী	কলাপাড়া	কুয়াকাটা
				নওগা	সদর	দুবলহাটি
				দিনাজপুর	সদর	রাজবাটি
				কুমিল্লা	সদর	শাহপুর দরবার শরীফ
				কক্সবাজার	টেকনাফ	টেকনাফ, সেন্টমার্টিন, শাহ পরীর দ্বীপ
					উখিয়া	ইনানী
					সদর	সমুদ্র সৈকত
					চকোরিয়া	ডুলাহাজরা, ফাসিয়াখালী
				বান্দরবান	নাইখংছড়ি	বাইশারী
					আলীকদম	আলীকদম
					লামা	লামা
				চট্টগ্রাম	বাশখালী	ইলিশা
				রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	কাপ্তাই, নতুন বাজার
				খাগড়াছড়ি	দীঘিনালা	দীঘিনালা
				সিলেট	গোয়াইনঘাট	মাতুরতল
				মৌলভীবাজার	সদর	কালাপুর, বুদ্ধিমন্তপুর, অলহা, শাহ বন্দর, কামালপুর
				হবিগঞ্জ	সদর	উচাইল
২.	রংপুর	৬১	১৪	রংপুর	সদর	মাহিগঞ্জ, উপ-শহর, কেল্লাবন্দ, প্রধান ডাকঘর, বাবুখা, মনোহরপুর, সিঙ্গের গাড়ী, চন্দনপাট, খটখটিয়া
					মিঠাপুকুর	মিঠাপুকুর, রানিপুকুর, বিরাতি হাট, শুকুরের হাট
					পীরগাছা	দেউতি
৩.	বরিশাল	৫৮	২১	বরিশাল	সদর	হোগলা, চন্দ্রমোহন, নৈমিত্র, হাতিম আলী কলেজ, সাগরদী, মহিপুর, সাহেবের হাট, বরিশাল সরকারি কলেজ, রূপাতলী, পাংশা, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ষ্টেট
				বরিশাল	গৌরনদী	গৌরনদী, বাকাল, বাসুদেবপাড়া, শরিফাবাদ, ডিগ্রীর চর
				পটুয়াখালী	কলাপাড়া	কচুপাত্র, ডাবলুগঞ্জ, মধ্য টিয়াখালী, মোয়াজ্জেমপুর, দক্ষিণ মাসুয়াখালী
৪.	যশোর	৬১	৩	যশোর	সদর	খানপুর, টেংরামারী, সলুয়াবাজার
৫.	ময়মনসিংহ	৬৬	২৮	ময়মনসিংহ	সদর	সিরতা, মরিচার চর, ডাবখালী লালকুটি দরবার শরীফ, সানুড়া, চান্দপুর, অনন্তগঞ্জ, কাটাখালী, রাঘবপুর মাদ্রাসা, সুতিয়াখালী, মুকুরিয়া
					ত্রিশাল	সানকিভাঙ্গা, কান্দানিয়া, ধলিয়া, সাফাকুড়ি, আখরাইল, চকরামপুর, হারিরামপুর, বড়মা,

						কাঠালবাজার, ঈদগা খামাটি, দরিল্লা, হদ্দের ভিটা
					গৌরিপুর	ভবানীপুর, লামাপাড়া, কিল্লাতাজপুর, ভুটিয়ারকোনা, গৌরীপুর
৬.	ফরিদপুর	৬৭	০	০	০	০
৭.	টাঙ্গাইল	৬৩	৩০	টাঙ্গাইল	সদর	আগতাড়ইল, কুমুল্লিনামদর, শাহানশাগঞ্জ, ধরেরবাড়ি, কদমতলী
					বাসাইল	ফুলকিঝনঝনিয়া, স্থলবিল্লা, কাশিল, বাথুলি সাদী, রতনপুর, জসিহাটি, বাসাইল
					মির্জাপুর	আটঘরিয়া, গোড়াই, এমসি কলেজ, বানিয়ারা, কুর্ণি খলিয়াজনী, দেওহাটা, শুভুল্লা, আরমৈষ্টা, মেরুয়াঘোনা, কুড়ালিয়াপাড়া, হালালিয়া, মহেড়া
					দেলদুয়রি	আলালপুর, লালহারা, চাকতৈল, হিংগানগর, তেঘরিয়াপাড়া
৮.	রাজশাহী	৫৪	১৩	রাজশাহী	পবা	বসন্তকেদার, শিতলাই, সুগারমিল,
					মোহনপুর	গোছা, ধামিন নওগা
					পুঠিয়া	জামিরা, নন্দনপুর, ধোপাপাড়া, জিউপাড়া
					চারঘাট	রুস্তমপুর
					গোদাগাড়ী	পিরিজপুর, সুলতানগঞ্জ
					বাঘা	হরিপুর বাজার
৯.	খুলনা	৬১	১	খুলনা	ডুমুরিয়া	শাহাপুর
১০.	চট্টগ্রাম	৬৬	৩৫	চট্টগ্রাম	পটিয়া	নাইখাইন, গৈড়ালা, কেলিশহর, কাশিআই, শোভনওন্দি, ছনহরা, চক্রশালা, আশিয়া, খানমহোনা, মনসা, মুজাফরাবাদ, চরলক্ষ্যা, মৌলভীরহাট, ভাটিখাইন, পটিয়া, উজিরপুর, হুলাইন, জিরি
					রাউজান	চিত্তপাড়া, ফকিরতাকিয়া, হিংগুলা, ঠাকুরবাড়ী, সাত্তরহাট, নাদিমপুর, উরকিরচর, বড় হাফেজ সাহেবের বাড়ী, রঘুনন্দনহাট লেলাংগারা
					হাটহাজারী	ছিপাতলী, নিশ্চিন্তপুর, পূর্ব মেখল, রহিম, সুলতান নগর, সাদেকনগর
					সদর	এন এন এম মাদ্রাসা
১১.	পাবনা	৬৬	৫	পাবনা	সদর	পুষ্পপাড়া
					বেড়া	কাশিনাথপুর, চরশালিকা
					সুজানগর	তাতীবন্ধ, খলিলপুর,
১২	কুমিল্লা	৬৬	০	কুমিল্লা	সদর	বাউকশার, অলীর বাজার, লগ্নসার, বিজয় বাজার,
				ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সদর	বাসুদেব, মাছিহাতা, পাঘাচু, কুড্ডা, কাউতলী, মেড্ডা, ভাটপাড়া, বি বাড়ীয়া কলেজ
					সরাইল	ডেপুটি পাড়া, বেড়তলা সুহিলপুর, পশ্চিমপাড়া।
					নাসির নগর	বুড়িশ্বর, কুন্ডা
১৩.	কুষ্টিয়া	৬২	১	কুষ্টিয়া	সদর	কুয়া
	মোট=	**৯০০**	**১৮০**	-	-	-

ফাইন্ডিংস-১.৩
পরিশিষ্ট: গ

আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়নি এমন সেন্টারের তালিকা:

ক্রমিক নং	জোন	নিরীক্ষিত সেন্টার	আসবাবপত্র নাই
১	১ম পর্যায়	১৪৯	৮৮
২	রংপুর	৬১	৪৮
৩	বরিশাল	৫৮	৩০
৪	যশোর	৬১	৩১
৫	ময়মনসিংহ	৬৬	৬৬
৬	ফরিদপুর	৬৭	৫৯
৭	টাঙ্গাইল	৬৩	৪৩
৮	রাজশাহী	৫৪	৩৫
৯	খুলনা	৬১	৬০
১০	চট্টগ্রাম	৬৬	৫৮
১১	পাবনা	৬৬	২৭
১২	কুমিল্লা	৬৬	৩৮
১৩	কুষ্টিয়া	৬২	৪৫
	মোট=	**৯০০**	**৬২৮**

ফাইন্ডিংস-৩.১
পরিশিষ্ট-ঘ

পোস্ট ই-সেন্টার পরিচালনার নীতিমালা অনুযায়ী চার স্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা

স্থানীয়ভাবে মনিটরিং:

ই-সেন্টার পরিচালনার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের কাউন্সিলর সভাপতি, নিকটস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার/বিজ্ঞান শিক্ষককে ২য় সদস্য এবং ইডিএ/উপজেলা পোস্ট মাষ্টারকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করা। এ কমিটির কাজ হলো:

- প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি করে সভার আয়োজন করে ই-সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং ই-সেন্টার পরিচালনার জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা।
- এলাকার জনগণের মাঝে তথ্য সেবার সুযোগ গ্রহণে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।
- মানসম্পন্ন সেবা স্থানীয় জনগণ পাচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং সেবার মান বৃদ্ধির ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা।
- ই-সেন্টারের মাধ্যমে যে রাজস্ব প্রাপ্তি হবে তা যথাযথভাবে হিসাবভুক্তি নিশ্চিত করা।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মনিটরিং:

- সফটওয়্যারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সেন্টারের সার্বিক কর্মকাণ্ড মনিটরিং করা।
- পিএমজি, ডিপিএমজি, উপজেলা পোস্ট মাস্টারের উপর ন্যস্ত কার্যাবলী আলাদা প্যানেলের মাধ্যমে মনিটরিং করা।
- প্রতিটি উদ্যোক্তার প্রোফাইল সংরক্ষণ করা।
- প্রতিটি উদ্যোক্তার ই-মেইল আইডি সংরক্ষণ করা।
- সেবার বিবরণ সফটওয়্যারে এন্ট্রিকরণ।

ডিপিএমজি পর্যায়ে মনিটরিং:

- প্রতি তিন মাস অন্তর একটি সভা করে ইউনিটের সকল ই-সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা ও কার্যকরী দিক নির্দেশনা প্রদান করা।
- বিদ্যমান সেবা সম্পর্কে অথবা উদ্যোক্তা সম্পর্কে জনগণের কোন অভিযোগ থাকলে তা তদন্ত করা এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সার্কেল পর্যায়ে মনিটরিং:

- প্রতি ছয় মাস অন্তর একটি সভার আয়োজন করে সার্কেলের সকল ই-সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

তারিখ: ১৬-১০-১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৩০-০১-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর
হিসাব ভবন, ৩য় তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৪৮৩১৬০৯৯।

মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন
মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ডাক অধিদপ্তরের আওতাধীন Post e-Centre for Rural Community শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট এর

প্রমাণক

(জিজ্ঞাসাপত্রসমূহ)

[illegible]

পরিশিষ্ট-২ (খ)

ই-সেন্টার-[illegible]
জেলা-[illegible]

ই-সেন্টারসমূহ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঠিকমত কাজ করছে কিনা এ বিষয়ে

প্রশ্নাবলী

ই-সেন্টারে কর্মরত উদ্যোক্তাগণের জন্য

ক্রমিক নং	প্রশ্নমালা	উদ্যোক্তার জবাব	মন্তব্য
১.	ই-সেন্টারের কর্ম পরিবেশ কেমন?	ভাল/খারাপ/মোটামুটি	
২.	সর্বশেষ প্রশাসনিকভাবে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকী করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ/না	
৩.	কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকী করা হয়?	ডিজি/পিএমজি/ডিপিএমজি/ আইপিও	
৪.	তদারকীর জন্য নির্ধারিত সময় আছে কিনা?	হ্যাঁ/না	
৫.	অফিস সময় কত ঘন্টা?	[illegible]	
৬.	কতজন কর্মচারী দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়?	[illegible]	
৭.	কিভাবে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়?		
৮.	কি কি সেবা এই সেন্টারে দেওয়া হচ্ছে?	[illegible]	
৯.	ই-সেন্টারটি ডাক বিভাগের/অফিসের সাথে কিনা?	[illegible]	
১০.	সেবা গ্রহণকারীদের নিকট থেকে কিভাবে সেবার মূল্য গ্রহণ করা হয়?	নগদ/চেক/অন্যান্য	
১১.	কোন সেবার জন্য কত টাকা এবং তা কে নির্ধারণ করেছেন?	ডিজি/পিএমজি/ডিপিএমজি/ বাজারের সাথে মিলিয়ে	
১২.	সেবা গ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার মূল্য রশিদ প্রদান করা হয় কিনা?	হ্যাঁ/না/মাঝেমাঝে	
১৩.	উদ্যোক্তা নিয়োগের তারিখ	০১/৩/১৬	
১৪.	উদ্যোক্তার সাথে চুক্তি পত্রের তারিখ	০১/৩/১৬	
১৫.	আয় রেজিষ্টার পরিপালন করা হয় কিনা?	হ্যাঁ	
১৬.	অন্যান্য মন্তব্য (যদি থাকে): [illegible]		

[illegible]

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও তারিখ

উদ্যোক্তার নাম-[illegible]
ই-সেন্টারের নাম---------
মোবাইল নম্বর--০১৭১০০৫২২৫৬

[illegible]

পরিশিষ্ট-২ (ক)

ই-সেন্টার---মির্জাপুর
জেলা---টাঙ্গাইল

ই-সেন্টারের মাধ্যমে জনগণ সেবা পাচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে

প্রশ্নাবলী

সেবা গ্রহীতাদের জন্য

ই-সেন্টারের সেবাসমূহ

(ক) ই-মেইল (খ) ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল (গ) কৃষি (ঘ) স্বাস্থ্য (ঙ) ডিজিটাল স্টুডিও (চ) রেমিটেন্স (ছ) ব্যাংকিং (জ) ক্যাশকার্ড (ঝ) সেভিংস ব্যাংক (ঞ) লাইফ ইনসুরেন্স।

১। সংশ্লিষ্ট ই-সেন্টারে কি কি সেবা পাওয়া যায়?

২। ই-সেন্টারের উদ্যোক্তাগণ সেবা বিষয়ে অভিজ্ঞ কিনা? হ্যাঁ/না/মোটামুটি

৩। ই-সেন্টারের উদ্যোক্তাগণের আচরন সন্তোষজনক কিনা? হ্যাঁ/না/মোটামুটি

৪। সেবা মূল্যমানের রশিদ দেয়া হয় কিনা? হ্যাঁ/না/মাঝেমাঝে

৫। সেবামূল্য সন্তোষজনক কিনা? হ্যাঁ/না/স্বাভাবিক

৬। সেবা প্রাপ্তিতে সন্তোষ্ট কিনা? হ্যাঁ/না

৭। সেবা গ্রহীতাগণের ই-সেন্টারের কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিষয়ে কোন পরামর্শ আছে কিনা? হ্যাঁ/না

৮। পরামর্শ থাকলে কি কি?

সেবা গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ
[signature]

সেবা গ্রহণকারীর নাম---মোঃ জিয়াউর রহমান
ই-সেন্টারের নাম-------------------
মোবাইল নম্বর---01719-454113